312009 - রমযানে সিয়াম পালনের ফযিলত অর্জিত হবে রমযানের সব দিন রোযা রাখার মাধ্যমে

প্রশ্ন

যে ব্যক্তি কোন ওজর ছাড়া রমযানের একটি দিন খাওয়াদাওয়ার মাধ্যমে কিংবা হস্তমৈথুন করার মাধ্যমে রোযা ভঙ্গ করেছে সে কি "যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সওয়াবপ্রাপ্তির আশা নিয়ে রমযানের রোযা রাখবে তার পূর্বের সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে" এ হাদিসে উল্লেখিত সওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে? এ হাদিসের অর্থ কি গোটা রমযান মাসের রোযা রাখা? যে ব্যক্তি একদিনের রোযা ভঙ্গ করেছে সে কি এ সওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

এক:

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সওয়াবপ্রাপ্তির আশা নিয়ে রমযানের রোযা রাখবে তার পূর্বের সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।"[সহিহ বুখারী (৩৮) ও সহিহ মুসলিম (৭৫৯)]

রমযান মাসের রোযা রাখা বাস্তবায়িত হবে সবগুলো দিন রোযা রাখার মাধ্যমে। যে ব্যক্তি সব রোযা রাখেনি তার ক্ষেত্রে এ কথা সত্য নয় যে, সে গোটা রমযান রোযা রেখেছে। বরঞ্চ তার ব্যাপারে সত্য হল: সে রমযানের কিছু অংশ কিংবা কিছুদিন রোযা রেখেছে।

কারমানী বলেন:

"হাদিসের উক্তি: صام رمضان অর্থাৎ রমযানের রোযা রেখেছে। আপনি যদি বলেন: দিনের পক্ষে যতটুকুকে রোযা বলা যায় ততটুকু রোযা রাখলে কি যথেষ্ট হবে; এমনকি কেউ যদি মাত্র একদিন রোযা রাখে সেকি হাদিসের অধিভুক্ত হবে?

আমি বলব: মানুষের প্রচলনে 'রমযানের রোযা রেখেছে' ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে বলা হয় যে সবগুলো রোযা রেখেছে। প্রসঙ্গ

থকেে এটি সুস্পষ্ট।

আপনি যদি বলনে: ওজরগ্রস্ত ব্যক্তি; যমেন রোগী যদি রোযা রাখতে না পারে। যদি সে রোগী না হত তাহলে রোযা রাখত। যদি তার ওজর না থাকত তাহলে তার নয়িত ছলি রোযা রাখার: সে কি এই হুকুমরে অধভিুক্ত হবে? আমি বলব: হ্যাঁ। যমেনভিাবে রোগী যদি তার ওজররে কারণে বসে বসে নামায পড়ে সে দাঁড়য়িে নামায পড়া ব্যক্তরি সমান সওয়াব পাবে। ইমামগণ এ কথা বলছেনে।"[আল-কাওয়াকবিুদ দারারি (১/১৫৯)]

শাইখ মাহমুদ খাত্তাব আস-সুবকী (রহঃ) বলনে, হাদসিরে উক্তি: من صام رمضان الخযে ব্যক্তি রমযানে রোযা রাখল..." অর্থাৎ রমযানরে সকল দনি রোযা রাখল। আর যে ব্যক্তি কোন ওজর ছাড়া কছিু দনিরে রোযা ভঙ্গেছে সে ব্যক্তি এই প্রতদিান পাবে না। আর যে ব্যক্তি ওজররে কারণে ভঙ্গেছে সে ব্যক্তি প্রতদিান পাব; যদি সে তার উপর কাযা পালন বা খাদ্য খাওয়ানো যটো আবশ্যক হয় সটো পালন করে থাকে। ঐ ব্যক্তরি মত যে ব্যক্তি ওজররে কারণে বসে বসে নামায পড়ছে সে ব্যক্তি দাঁড়য়িে নামায আদায়কারীর সওয়াব পাবে।"[আল-মানহাল আল-আযব আল-মাওরুদ শারহু সুনানে আবি দাউদ (৭/৩০৮) থকেে সমাপ্ত]

দুই:

এই ব্যক্তরি এই চতেন্য রাখা বাঞ্চনীয় য, যদি এই মহান সওয়াব তার ছুটওে যায় তার অন্য অনকে পথ খোলা রয়ছে। তার কর্তব্য দরেী না করে সে সুযোগগুলো গ্রহণ করা। এর মধ্যে সবচয়েে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছ— খালসি (ঐকান্তকি) তাওবা করা।

গুরুত্বপূর্ণ বষিয় 13693 প্রশ্নোত্তরটওি পড়ুন।

রোযা রাখা ছাড়াও রমযান মাসরে গুনাহ মোচনকারী আরও কছিু বশৈষ্ট্য রয়ছে। যমেন শষে দশকে ঈমান ও সওয়াব পাওয়ার আশা নয়িে কয়িামুল লাইল পালন করা। আশা করা যায়, শষে দশকে কয়িাম পালনকারী লাইলাতুল ক্বাদর পাওয়ার তাওফকিপ্রাপ্ত হবনে। এই রাতগুলোতে কয়িাম পালন করার মধ্যে গুনাহ মাফও রয়ছে; যা রমযানরে সয়িাম পালনরে মধ্যওে রয়ছে।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থকেে বর্ণতি আছে য, তনিি বলনে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: "যে ব্যক্তি লাইলাতুল ক্বদরে ঈমান ও সওয়াবপ্রাপ্তরি আশা নয়িে কয়িাম পালন করবে তার পূর্বরে সব গুনাহ মাফ করে দওেয়া হব।"[সহহি বুখারী (৩৫) ও সহহি মুসলমি (৭৬০)]

আপনি রমযান মাসে নেকে আমলের ক্ষেত্রেগুলো জানার জন্য ওয়েবসাইটের ২৫ নং প্রবন্ধটি পড়তে পারেন।

আমরা আপনাকে নিম্নোক্ত কিতাব পড়ার উপদেশ দিচ্ছি:

হাফেয ইবনে হাজার-এর রচিত"الخصال المكفرة للذنوب" (আল-খিসালুল মুকাফ্ফিরা লিয্ যুনুব) এবং শামসুদ্দিন আশ-শারবিনির রচিত "الخصال المكفرة للذنوب" (আল-খিসালুল মুকাফ্ফিরা লিয্ যুনুব)।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।